

চতুর্থ অধ্যায়

গজেন্দ্রের বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন

এই অধ্যায়ে গজেন্দ্র ও কুমিরের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত, এবং কুমিরের গন্ধর্বত্ব ও গজেন্দ্রের ভগবৎ-পার্ষদত্ব প্রাপ্তি বর্ণিত হয়েছে।

গন্ধর্বলোকে হুহু নামক এক রাজা ছিলেন। এক সময় রাজা হুহু তাঁর স্ত্রীগণ সহ সরোবরে জলক্রীড়া করার সময় স্নানরত দেবল ঋষির পা আকর্ষণ করেন। তার ফলে ঋষি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তৎক্ষণাৎ কুমির হওয়ার অভিশাপ প্রদান করেন। এইভাবে অভিশপ্ত হয়ে রাজা হুহু অত্যন্ত দুঃখিত হন, এবং ঋষির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। দেবল ঋষি তখন তাঁকে আশীর্বাদ করেন যে, ভগবান কর্তৃক গজেন্দ্র-মোক্ষণের সময় তিনি মুক্ত হবেন। তাই নারায়ণের হস্তে নিহত হয়ে সেই কুমির উদ্ধার লাভ করেছিল।

গজেন্দ্র যখন ভগবানের কৃপায় বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করেন, তখন তিনি ভগবানের মতো চতুর্ভুজ রূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। একে বলা হয় সারূপ্য মুক্তি, অর্থাৎ ঠিক নারায়ণের মতো চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হওয়ার মুক্তি। গজেন্দ্র তাঁর পূর্বজন্মে ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এক মহান ভক্ত। তাঁর নাম ছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং তিনি ছিলেন তামিল দেশের রাজা। বৈদিক প্রথা অনুসারে রাজা গৃহস্থজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে মলয়াচল পর্বতে একটি ছোট কুটির নির্মাণ করেন, এবং সেখানে তিনি মৌন অবলম্বন পূর্বক নিরন্তর ভগবানের আরাধনা করতে থাকেন। এক সময় অগস্ত্য ঋষি তাঁর বহু শিষ্য সহ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের আশ্রমে আসেন, কিন্তু রাজা যেহেতু ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তাই তিনি অগস্ত্য ঋষিকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করতে পারেননি। তার ফলে ঋষি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে একটি স্থূলবুদ্ধি হস্তী হওয়ার অভিশাপ দেন। তাঁর সেই অভিশাপের ফলে, রাজা তাঁর পূর্বজন্মের ভগবদ্ভক্তির কথা বিস্মৃত হয়ে একটি হস্তীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হস্তী জন্মেও তিনি যখন কুমিরের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হন, তখন তিনি তাঁর পূর্বজন্মের ভগবদ্ভক্তির কথা স্মরণ করেছিলেন এবং সেই জীবনে তিনি যে স্তোত্র

শিখেছিলেন, তা তাঁর স্মৃতিপথে উদিত হয়েছিল। তার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্ধার লাভ করেছিলেন এবং সারূপ্য মুক্তি লাভ করে ভগবানের পার্শ্বদত্ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী গজেন্দ্রের সৌভাগ্য বর্ণনা করে এই অধ্যায় শেষ করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, গজেন্দ্র-মোক্ষণের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করার ফলে জীব ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তদা দেবর্ষিগন্ধর্বা ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ ।

মুমুচুঃ কুসুমাসারং শংসন্তুঃ কর্ম তদ্ধরেঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; তদা—তখন (গজেন্দ্র-মোক্ষণের সময়); দেব-ঋষি-গন্ধর্বাঃ—দেবতা, ঋষি এবং গন্ধর্বগণ; ব্রহ্ম-ঈশান-পুরোগমাঃ—ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাগণ; মুমুচুঃ—বর্ষণ করেছিলেন; কুসুম-আসারম্—ফুলের আবরণ; শংসন্তুঃ—প্রশংসা করার সময়; কর্ম—দিব্য কার্যকলাপ; তৎ—তা (গজেন্দ্র-মোক্ষণ); হরেঃ—ভগবানের।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান যখন গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাগণ, ঋষিগণ এবং গন্ধর্বগণ ভগবানের এই কার্যের প্রশংসা করে ভগবান এবং গজেন্দ্র উভয়েরই উপর পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায় থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, দেবল ঋষি, নারদ মুনি, অগস্ত্য মুনি প্রমুখ মহর্ষিরা কখনও কখনও কাউকে অভিশাপ দিয়ে থাকেন। এই ধরনের মহাপুরুষদের অভিশাপ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আশীর্বাদ। কুমির, যে তার পূর্বজন্মে ছিল একটি গন্ধর্ব, এবং গজেন্দ্র, যে পূর্বজন্মে ছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক একজন রাজা, তাঁরা উভয়েই অভিশপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু উভয়েই চরমে লাভবান হয়েছিলেন। গজেন্দ্ররূপী ইন্দ্রদ্যুম্ন বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-পার্শ্বদত্ত লাভ করেছিলেন, এবং কুমির পুনরায় তাঁর গন্ধর্বত্ব ফিরে পেয়েছিলেন। এইভাবে প্রায়ই আমরা দেখতে পাই যে, মহাত্মা অথবা ভগবদ্ভক্তের অভিশাপ প্রকৃতপক্ষে অভিশাপ নয়, তা হচ্ছে আশীর্বাদ।

শ্লোক ২

নেদুর্দুন্ডুভয়ো দিব্যা গন্ধর্বা ননৃতুর্জগুঃ ।

ঋষয়শ্চারণাঃ সিদ্ধাস্তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ২ ॥

নেদুঃ—নিনাদিত হয়েছিল; দুন্ডুভয়ঃ—দুন্ডুভি; দিব্যাঃ—স্বর্গলোকে; গন্ধর্বাঃ—
গন্ধর্বগণ; ননৃতুঃ—নৃত্য করেছিল; জগুঃ—এবং গেয়েছিল; ঋষয়ঃ—ঋষিগণ;
চারণাঃ—চারণগণ; সিদ্ধাঃ—সিদ্ধগণ; তুষ্টুবুঃ—স্তব করেছিলেন; পুরুষোত্তমম্—
পুরুষোত্তম ভগবানকে।

অনুবাদ

তখন স্বর্গের দুন্ডুভি বেজে উঠেছিল, গন্ধর্বেরা নৃত্যগীত করতে শুরু করেছিল
এবং ঋষি, চারণ এবং সিদ্ধগণ পুরুষোত্তম ভগবানের স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩-৪

যোহসৌ গ্রাহঃ স বৈ সদ্যঃ পরমাশ্চর্যরূপধৃক্ ।

মুক্তো দেবলশাপেন হুহুর্গন্ধর্বসত্তমঃ ॥ ৩ ॥

প্রণম্য শিরসাধীশমুত্তমশ্লোকমব্যয়ম্ ।

অগায়ত যশোধাম কীর্তন্যগুণসৎকথম্ ॥ ৪ ॥

যঃ—যে; অসৌ—সেই; গ্রাহঃ—কুমির হয়েছিল; সঃ—সে; বৈ—বস্তুতপক্ষে;
সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; পরম—অতি সুন্দর; আশ্চর্য—অদ্ভুত; রূপ-ধৃক্—গন্ধর্বরূপ
ধারণ করে; মুক্তঃ—মুক্ত হয়েছিল; দেবল-শাপেন—দেবল ঋষির অভিশাপে;
হুহুঃ—পূর্বে যার নাম ছিল হুহু; গন্ধর্ব-সত্তমঃ—গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ; প্রণম্য—তাঁর প্রণতি
নিবেদন করে; শিরসা—মস্তকের দ্বারা; অধীশম্—ভগবানকে; উত্তম-শ্লোকম্—শ্রেষ্ঠ
শ্লোকের দ্বারা যিনি পূজিত হন; অব্যয়ম্—পরম নিত্য; অগায়ত—উচ্চারণ করতে
শুরু করেছিলেন, যশঃ-ধাম—ভগবানের মহিমা; কীর্তন্য-গুণ-সৎকথম্—যাঁর দিব্য
লীলা এবং গুণাবলী অত্যন্ত মহান।

অনুবাদ

দেবল মুনির অভিশাপে গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হুহু একটি কুমিরে পরিণত হয়েছিলেন।
এখন, ভগবানের দ্বারা মুক্ত হওয়ার ফলে, তিনি এক অতি সুন্দর গন্ধর্বরূপ ধারণ

করেছেন। কার কৃপায় তা হয়েছে তা বুঝতে পেরে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মস্তকের দ্বারা প্রণতি নিবেদন করে উত্তমশ্লোক পরম নিত্য ভগবানের গুণকীর্তন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

গন্ধর্ব কিভাবে কুমিরে পরিণত হয়েছিল, সেই কাহিনী পরে বর্ণনা করা হবে। যে অভিশাপের ফলে গন্ধর্বের এই অবস্থা হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে অভিশাপ ছিল না, তা ছিল আশীর্বাদ। কোন মহাত্মা যখন কাউকে অভিশাপ দেন, তখন অপ্রসন্ন হওয়া উচিত নয় কারণ সেই অভিশাপ পরোক্ষভাবে আশীর্বাদ। সেই গন্ধর্ব ছিল স্বর্গলোকবাসীর মনোভাব সমন্বিত, তাই তাঁর পক্ষে ভগবানের পার্শ্বদ হতে লক্ষ কোটি বছর লাগত। কিন্তু, দেবল ঋষির অভিশাপে কুমির হওয়ার ফলে, এক জন্মেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং চিৎ-জগতে ভগবানের পার্শ্বদ লাভ করেছিলেন। তেমনই, গজেন্দ্রও অগস্ত্য মুনির অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কৃপায় উদ্ধার লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

সোহনুকম্পিত ঈশেন পরিক্রম্য প্রণম্য তম্ ।

লোকস্য পশ্যতো লোকং স্বমগান্মুক্তকিঙ্খিষঃ ॥ ৫ ॥

সঃ—সে (রাজা হুহু); অনুকম্পিতঃ—অনুকম্পিত হয়ে; ঈশেন—ভগবানের দ্বারা; পরিক্রম্য—প্রদক্ষিণ করে; প্রণম্য—প্রণতি নিবেদন করে; তম্—তাঁকে; লোকস্য—সমস্ত দেবতা এবং মানুষদের; পশ্যতঃ—দর্শনরত; লোকম্—লোকে; স্বম্—তার নিজের; অগাৎ—প্রত্যাভর্তন করেছিলেন; মুক্ত—মুক্ত হয়ে; কিঙ্খিষঃ—তাঁর পাপের ফল থেকে।

অনুবাদ

ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় তাঁর পূর্ব রূপ ফিরে পেয়ে, রাজা হুহু ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে এবং প্রণতি নিবেদন করে, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের সমক্ষে গন্ধর্বলোকে প্রত্যাভর্তন করেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্ বিমুক্তোহজ্ঞানবন্ধনাৎ ।

প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৬ ॥

গজেন্দ্রঃ—গজেন্দ্র; ভগবৎস্পর্শাৎ—ভগবানের করকমলের স্পর্শে; বিমুক্তঃ—
তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়েছিলেন; অজ্ঞান-বন্ধনাৎ—সমস্ত অজ্ঞান থেকে, বিশেষ করে
দেহাভ্যবুদ্ধি থেকে; প্রাপ্তঃ—লাভ করেছিলেন; ভগবতঃ—ভগবানের; রূপম্—সারূপ্য;
পীত-বাসাঃ—পীতবসন পরিহিত; চতুর্ভুজঃ—এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী
চতুর্ভুজ সমন্বিত।

অনুবাদ

ভগবানের করকমলের স্পর্শে গজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত
হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি ভগবানেরই মতো পীতবাস এবং চতুর্ভুজ সমন্বিত
হয়ে সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যদি কৃপা করে কারও স্থূল দেহ স্পর্শ করেন, তখন তাঁর দেহ চিন্ময়ত্ব
প্রাপ্ত হয় এবং তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। গজেন্দ্রের দেহ যখন ভগবান স্পর্শ
করেছিলেন, তখন সেও চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়েছিল। তেমনই, ধ্রুব মহারাজও
এইভাবে চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্চনা পদ্ধতি অনুসারে প্রতিদিন ভগবানের
শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করার ফলে, ভগবানের দেহ স্পর্শ করার সুযোগ পাওয়া যায়,
এবং তার ফলে চিন্ময় দেহ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে ভগবদ্ধামে ফিরে
যাওয়া যায়। কেবল ভগবানের দেহ স্পর্শের দ্বারাই নয়, ভগবানের লীলা শ্রবণের
দ্বারা, তাঁর মহিমা কীর্তনের দ্বারা, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শের দ্বারা এবং তাঁকে পূজা
করার দ্বারা, অর্থাৎ, কোন না কোনভাবে ভগবানের সেবা করার ফলে জড় জগতের
কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবানকে স্পর্শ করার এমনই ফল। যিনি শুদ্ধ
ভক্ত (অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্), যিনি শাস্ত্রের বাণী এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসারে
আচরণ করেন, তিনি অবশ্যই পবিত্র হন। গজেন্দ্রের মতো তিনিও চিন্ময় দেহ
ধারণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ৭

স বৈ পূর্বমভূদ্ রাজা পাণ্ড্যা দ্রবিড়সত্তমঃ ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

সঃ—সেই গজেন্দ্র; বৈ—বস্তুতপক্ষে; পূর্বম্—পূর্বে; অভূৎ—ছিলেন; রাজা—রাজা; পাণ্ড্যঃ—পাণ্ড্য নামক দেশে; দ্রবিড়-সৎ-তমঃ—দক্ষিণ ভারতে দ্রবিড় দেশবাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রদ্যুম্নঃ—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক; ইতি—এই প্রকার; খ্যাতঃ—বিখ্যাত; বিষ্ণু-ব্রত-পরায়ণঃ—যিনি ছিলেন সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত উত্তম বৈষ্ণব।

অনুবাদ

এই গজেন্দ্র পূর্বজন্মে দ্রবিড় প্রদেশের অন্তর্গত পাণ্ড্য দেশের ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক বৈষ্ণব রাজা ছিলেন।

শ্লোক ৮

স একদারাধনকাল আত্মবান্

গৃহীতমৌনব্রত ঈশ্বরং হরিম্ ।

জটাধরস্তাপস আপ্নতোহচ্যুতং

সমর্চয়ামাস কুলাচলাশ্রমঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—সেই মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন; একদা—এক সময়; আরাধন-কালে—ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করার সময়; আত্মবান্—সমাহিত চিত্তে; গৃহীত—গ্রহণ করে; মৌন-ব্রতঃ—মৌনব্রত; ঈশ্বরম্—পরমেশ্বর; হরিম্—ভগবান শ্রীহরিকে; জটা-ধরঃ—জটাধারী; তাপসঃ—সর্বদা তপস্যায় রত; আপ্নতঃ—ভগবৎ-প্রেমে সর্বদা মগ্ন হয়ে; অচ্যুতম্—অচ্যুত ভগবানকে; সমর্চয়াম্ আস—আরাধনা করছিলেন; কুলাচল-আশ্রমঃ—কুলাচল (মলয়) পর্বতে তিনি আশ্রম তৈরি করেছিলেন।

অনুবাদ

ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে মলয় পর্বতে গমন করেছিলেন, এবং সেখানে একটি ছোট কুটির নির্মাণ করে তিনি তাঁর আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। তিনি জটাধারী হয়ে সর্বদা তপস্যায় রত ছিলেন। এক

সময় তিনি যখন মৌনব্রত অবলম্বন করে ভগবানের আরাধনা করছিলেন, তখন তিনি ভগবৎ প্রেমানন্দে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

যদৃচ্ছয়া তত্র মহাযশা মুনিঃ
সমাগমচ্ছিষ্যগণৈঃ পরিশ্রিতঃ ।
তং বীক্ষ্য তৃষ্ণীমকৃতার্হণাদিকং
রহস্যুপাসীনমৃষিশ্চুকোপ হ ॥ ৯ ॥

যদৃচ্ছয়া—স্বেচ্ছাক্রমে (নিমন্ত্রিত না হয়ে); তত্র—সেখানে; মহা-যশাঃ—অত্যন্ত বিখ্যাত; মুনিঃ—অগস্ত্য মুনি; সমাগমৎ—উপস্থিত হয়েছিলেন; শিষ্য-গণৈঃ—তাঁর শিষ্যদের দ্বারা; পরিশ্রিতঃ—পরিবৃত হয়ে; তম্—তাঁকে; বীক্ষ্য—দর্শন করে; তৃষ্ণীম্—মৌন; অকৃত-অর্হণ-আদিকম্—শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যর্থনা না করে; রহসি—নির্জন স্থানে; উপাসীনম্—ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে; ঋষিঃ—মহান ঋষি; চুকোপ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; হ—এমনটিই হয়েছিল।

অনুবাদ

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন ভগবানের পূজা করার সময় ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন, তখন অগস্ত্য মুনি শিষ্যপরিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শিষ্টাচার অনুসারে তাঁকে অভ্যর্থনা না করে নির্জন স্থানে মৌন অবলম্বন করে বসে রয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

তস্মা ইমং শাপমদাদসাধু-
রয়ং দুরাত্মাকৃতবুদ্ধিরদ্য ।
বিপ্রাবমন্তা বিশতাং তমিস্রং
যথা গজঃস্তন্ধমতিঃ স এব ॥ ১০ ॥

তস্মৈ—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে; ইমম্—এই; শাপম্—অভিশাপ; অদাৎ—দিয়েছিলেন; অসাধুঃ—অভদ্র; অয়ম্—এই; দুরাত্মা—পতিত আত্মা; অকৃত—অশিক্ষিত;

বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; অদ্য—এখন; বিপ্র—ব্রাহ্মণের; অবমন্তা—অবমাননাকারী; বিশতাম্—প্রবেশ করুক; তমিস্রম্—অন্ধকার; যথা—যেমন; গজঃ—হস্তী, স্তম্ভ-মতিঃ—স্থূল বুদ্ধি; সঃ—সে; এব—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

অগস্ত্য মুনি তখন এইভাবে রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—এই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অসাধু, দুরাত্মা, অশিক্ষিত এবং ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী। সুতরাং সে অজ্ঞানের অন্ধকারে প্রবেশ করুক এবং স্থূলবুদ্ধি হস্তীযোনি প্রাপ্ত হোক।

তাৎপর্য

হস্তী অত্যন্ত বলবান, তার শরীর বিশাল, সে কঠোর পরিশ্রম করতে পারে এবং প্রচুর পরিমাণে আহার করতে পারে, কিন্তু তার বুদ্ধি তার আকৃতি এবং বলের অনুরূপ নয়। তাই এত বলবান হওয়া সত্ত্বেও হস্তী মানুষের ভৃত্যের মতো কার্য করে। অগস্ত্য মুনি রাজাকে হস্তীযোনি প্রাপ্ত হওয়ার অভিশাপ দেওয়া সমীচীন বলে মনে করেছিলেন, কারণ রাজা ব্রাহ্মণোচিত সম্মান সহকারে অগস্ত্য মুনিকে অভ্যর্থনা করেননি। অগস্ত্য মুনি যদিও মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে হস্তীযোনি প্রাপ্ত হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন, তবুও এই অভিশাপ পরোক্ষভাবে আশীর্বাদ ছিল, কারণ হস্তীজীবনে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর পূর্বজন্মের সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং হস্তীজীবনের অবসানে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবানের পার্শ্বদরূপে সারূপ্য মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১-১২

শ্রীশুক উবাচ

এবং শপ্তা গতোহগস্ত্যো ভগবান্ নৃপ সানুগঃ ।

ইন্দ্রদ্যুম্নোহপি রাজর্ষির্দিষ্টং তদুপধারয়ন্ ॥ ১১ ॥

আপন্নঃ কৌঞ্জরীং যোনিমাত্মস্মৃতিবিনাশিনীম্ ।

হর্ষচর্নানুভাবেন যদগজত্বেহপ্যনুস্মৃতিঃ ॥ ১২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; শপ্তা—অভিশাপ দিয়ে; গতঃ—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; অগস্ত্যঃ—অগস্ত্য মুনি;

ভগবান্—অত্যন্ত শক্তিশালী; নৃপ—হে রাজন্; স-অনুগঃ—তঁার শিষ্যগণ সহ; ইন্দ্রদ্যুম্নঃ—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন; অপি—ও; রাজর্ষিঃ—রাজর্ষি হওয়া সত্ত্বেও; দিষ্টম্—তঁার পূর্বকৃত কর্মের ফলে; তৎ—সেই অভিশাপ; উপধারয়ন্—বিবেচনা করে; আপন্নঃ—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; কৌঞ্জরীম্—হস্তীর; যোনিম্—যোনি; আত্ম-স্মৃতি—নিজের পরিচয়ের স্মৃতি; বিনাশিনীম্—যা বিনাশ করে; হরি—ভগবান শ্রীহরি; অর্চন-অনুভাবেন—আরাধনা করার ফলে; যৎ—যা; গজত্বে—হস্তীর শরীরে; অপি—যদিও; অনুস্মৃতিঃ—পূর্বজন্মের ভগবদ্ভক্তি স্মরণ করার সুযোগ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এইভাবে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে অভিশাপ দিয়ে, অগস্ত্য মুনি তঁার শিষ্যগণ সহ সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন। রাজা যেহেতু ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তাই তিনি অগস্ত্য মুনির অভিশাপকে ভগবানের ইচ্ছা বলে বিবেচনা করে তা গ্রহণ করেছিলেন। তাই যদিও পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হস্তী শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও ভগবান শ্রীহরির অর্চনার প্রভাবে তঁার স্মরণ হয়েছিল কিভাবে ভগবানের পূজা করতে হয় এবং স্তব করতে হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তের এমনই অপূর্ব স্থিতি। রাজা যদিও অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি সেই অভিশাপকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, কারণ ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই হতে পারে না। রাজার যদিও কোন দোষ ছিল না, তবুও অগস্ত্য মুনি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, এবং রাজা মনে করেছিলেন যে, তঁার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে তা হয়েছিল। তত্ত্বেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ (ভাগবত ১০/১৪/৮)। ভগবদ্ভক্তের মনোভাবের এটি একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। ভগবদ্ভক্ত তঁার জীবনের যে কোন দুঃখকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। তাই, এই ধরনের দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত না হয়ে তিনি তঁার ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে থাকেন, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সর্ব অবস্থায় তঁার রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তাঁকে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার যোগ্য করে তোলেন। ভক্তকে যদি তার পূর্বজন্মের পাপকর্মের জন্য দুঃখভোগ করতে হয়, তা হলেও ভগবান নাম মাত্র ফল প্রদান করে অতি শীঘ্র তাঁকে তঁার সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত করেন। তাই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থাকা উচিত, এবং তা হলে ভগবান স্বয়ং তাঁকে চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়ার ব্যবস্থা করবেন। ভক্তের কর্তব্য দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত না

হয়ে, সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে যাওয়া। এই শ্লোকে উপধারয়ন্ অর্থাৎ ‘বিবেচনা করে’ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভক্ত জানেন কোনটি কি, এবং এই জড় জগতের বদ্ধ জীবনে কি হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারেন।

শ্লোক ১৩

এবং বিমোক্ষ্য গজযুথপমজ্ঞানাভ-

স্তেনাপি পার্শদগতিং গমিতেন যুক্তঃ ।

গন্ধর্বসিদ্ধবিবুধৈরুপগীয়মান-

কর্মান্ততং স্বভবনং গরুড়াসনোহগাৎ ॥ ১৩ ॥

এবম্—এইভাবে; বিমোক্ষ্য—উদ্ধার করে; গজ-যুথপম্—গজেন্দ্রকে; অজ্ঞানাভঃ—পদ্মনাভ ভগবানকে; তেন—তার দ্বারা (গজেন্দ্র); অপি—ও; পার্শদ-গতিম্—ভগবানের পার্শদত্ব; গমিতেন—যিনি ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত হয়েছেন; যুক্তঃ—সহ; গন্ধর্ব—গন্ধর্ব; সিদ্ধ—সিদ্ধ; বিবুধৈঃ—এবং মহর্ষিদের দ্বারা; উপগীয়মান—মহিমান্বিত হয়ে; কর্ম—যাঁর দিব্য কার্যকলাপ; অন্ততম্—আশ্চর্যজনক; স্ব-ভবনম্—তাঁর স্থায়ী ধামে; গরুড়-আসনঃ—গরুড়াসন; অগাৎ—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

কুমিরের আক্রমণ থেকে, এবং কুমিরসদৃশ জড় জগতের বন্ধন থেকে গজেন্দ্রকে মুক্ত করে, ভগবান তাকে সারূপ্য মুক্তি প্রদান করেছিলেন। ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং অন্যান্য দেবতাদের সমক্ষে ভগবান গজেন্দ্রকে নিয়ে গরুড়ে আরোহণ করে তাঁর অতি অদ্ভুত ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিমোক্ষ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তের পক্ষে মোক্ষ বা মুক্তির অর্থ হচ্ছে ভগবানের পার্শদত্ব লাভ করা। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তি লাভ করেই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ভক্তের কাছে মুক্তির অর্থ ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে যাওয়া নয়, পক্ষান্তরে বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের পার্শদত্ব লাভ করা। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক (১০/১৪/৮) তাৎপর্যপূর্ণ—

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো

ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।

হৃদাধিপুর্ভির্বিদধন্নমন্তে

জীবতে যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

“যে ব্যক্তি আপনার অনুকম্পা লাভের আশায় তাঁর পূর্বকৃত কর্মফলজনিত সব রকম দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করেন, যিনি তাঁর হৃদয়, বাক্য এবং শরীরের দ্বারা সর্বদা আপনার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন, এবং যিনি সর্বদা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের উপযুক্ত পাত্র।” যে ভক্ত এই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন, তিনি মুক্তিপদে স দায়ভাক্ বা মুক্তি লাভের উপযুক্ত পাত্র হন। দায়ভাক্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের কৃপা লাভের অধিকারি। ভক্তের কর্তব্য জড়-জাগতিক পরিস্থিতির অপেক্ষা না করে, কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। তখন তিনি আপনা থেকেই বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার উপযুক্ত পাত্র হন। যে ভক্ত ভগবানের ঐকান্তিক সেবা সম্পাদন করেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হন, ঠিক যেমন পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে তার পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়।

ভক্ত যখন মুক্ত হন, তখন তিনি জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সেবকরূপে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (২/১০/৬) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—মুক্তির্হিহান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। স্বরূপ শব্দটি সারূপ্য মুক্তির ইঙ্গিত করে, অর্থাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী ভগবানের মতো চতুর্ভুজ রূপ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের নিত্য পার্শ্বদ হওয়া। নির্বিশেষবাদীর মুক্তি এবং ভগবদ্ভক্তের মুক্তির পার্থক্য এই যে, ভক্ত ভগবানের নিত্য দাসত্ব লাভ করেন, কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হওয়া সত্ত্বেও অসুরক্ষিত থাকে এবং তাই তারা সাধারণত আবার এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়। আরুহ্য কৃষ্ণেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুগ্মদ্বয়ঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/২/৩২)। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করলেও, ভগবানের সেবায় যুক্ত না হওয়ার ফলে পুনরায় জড়-জাগতিক লোকহিতৈষী কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই তারা ফিরে এসে হাসপাতাল এবং স্কুল খোলে, দরিদ্রদের অন্ন দান করে এবং এই ধরনের জড়-জাগতিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করে, যেগুলিকে নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের সেবার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। অনাদৃতযুগ্মদ্বয়ঃ। নির্বিশেষবাদীরা দরিদ্রদের সেবা করা অথবা স্কুল বা হাসপাতাল খোলার থেকে ভগবানের সেবাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ

বলে মনে করে না। যদিও তারা বলে ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিত্যা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার অবহেলা করে, এই মিথ্যা জগতের সেবার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী হয়।

শ্লোক ১৪

এতন্মহারাজ তবেরিতো ময়া

কৃষ্ণানুভাবো গজরাজমোক্ষণম্ ।

স্বর্গ্যং যশস্যং কলিকল্মষাপহং

দুঃস্বপ্ননাশং কুরুবর্ষ শৃণ্বতাম্ ॥ ১৪ ॥

এতৎ—এই; মহারাজ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; তব—আপনাকে; ঈরিতঃ—বর্ণিত; ময়া—আমার দ্বারা; কৃষ্ণ-অনুভাবঃ—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি (যার দ্বারা তিনি তাঁর ভক্তকে উদ্ধার করতে পারেন); গজ-রাজ-মোক্ষণম্—গজেন্দ্র-মোক্ষণ; স্বর্গ্যম্—স্বর্গলোকে উন্নতি; যশস্যম্—ভক্তরূপে যশ বৃদ্ধি; কলি-কল্মষ-অপহম্—কলিযুগের কলুষ দূর করে; দুঃস্বপ্ন-নাশম্—দুঃস্বপ্ন-নাশক; কুরু-বর্ষ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; শৃণ্বতাম্—যাঁরা এই বর্ণনা শ্রবণ করেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আমি আপনার কাছে ভগবানের অদ্ভুত প্রভাবের কথা বর্ণনা করলাম, যা তিনি গজেন্দ্র-মোক্ষণের সময় প্রদর্শন করেছিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যাঁরা এই বর্ণনা শ্রবণ করেন, তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার যোগ্য হন। এই বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে তাঁরা ভক্তের খ্যাতি লাভ করেন, কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত হন এবং তাঁরা আর কখনও দুঃস্বপ্ন দেখেন না।

শ্লোক ১৫

যথানুকীর্তয়ন্ত্যেতচ্ছ্রেয়স্কামা দ্বিজাতয়ঃ ।

শুচয়ঃ প্রাতরুথায় দুঃস্বপ্নাদ্যুপশান্তয়ে ॥ ১৫ ॥

যথা—যথাযথভাবে; অনুকীর্তয়ন্তি—কীর্তন করে; এতৎ—এই গজেন্দ্র-মোক্ষণের কাহিনী; শ্রেয়ঃ-কামাঃ—যাঁরা তাঁদের নিজেদের মঙ্গল কামনা করেন; দ্বি-জাতয়ঃ—দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য); শুচয়ঃ—বিশেষ করে

ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা সর্বদা অত্যন্ত শুচি; প্রাতঃ—সকালে; উথায়—ঘুম থেকে উঠে; দুঃস্বপ্ন-আদি—দুঃস্বপ্ন আদি; উপশান্তয়ে—সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাজনক পরিস্থিতির উপশমের জন্য।

অনুবাদ

অতএব, দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য সকালে ঘুম থেকে উঠে দুঃস্বপ্ন আদি অশুভের নিবৃত্তি সাধনের জন্য যথাযথভাবে এই গজেন্দ্র-মোক্ষণ লীলা কীর্তন করা উচিত।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রের, বিশেষ করে শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্গীতার প্রতিটি শ্লোক এক-একটি বৈদিক মন্ত্র। এখানে যথানুকীর্তয়ন্তি শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, এই সমস্ত শাস্ত্র যথাযথভাবে বর্ণনা করা উচিত। অসং ব্যক্তির কিস্তি প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে, ব্যাকরণের বাক্যজালের দ্বারা তাদের মনগড়া কদর্থ করে। কখনও এইভাবে শাস্ত্রের কদর্থ করা উচিত নয়। মহাজনদের অন্যতম শুকদেব গোস্বামী সেই বৈদিক নির্দেশ সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, যথানুকীর্তয়ন্তি —বিকৃত অর্থ না করে, যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করা উচিত, কারণ তা হলে সর্ব-মঙ্গলময় স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণেরা (শুচয়ঃ) যেন সকালে শয্যা ত্যাগ করার পর শুচি হয়ে এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

পাপকর্মের ফলে আমরা রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখি, যা অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশাদায়ক। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানের সেবা থেকে একটু বিচ্যুত হওয়ার ফলে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। এইভাবে পাপকর্মের ফলে দুঃস্বপ্ন দর্শন হয়। ভক্ত কখনও কখনও কোন পাপী ব্যক্তিকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন, এবং তাঁর শিষ্যের পাপের ফল গ্রহণ করার ফলে তাঁকে দুঃস্বপ্ন দেখতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শ্রীগুরুদেব এতই কৃপাময় যে, তাঁর পাপী শিষ্যের জন্য দুঃস্বপ্ন দেখতে হলেও, তিনি এই কলিযুগের প্রভাবে কলুষিত ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য এই কষ্টকর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাই দীক্ষার পর শিষ্যকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হয় যাতে সে আর কোন পাপকর্ম না করে, কারণ তা হলে তাকে এবং তার গুরুদেবকে সেই জন্য কষ্টভোগ করতে হয়। শ্রীবিগ্রহ, যজ্ঞাগ্নি, গুরুদেব এবং বৈষ্ণবদের সামনে সং শিষ্য এই সমস্ত পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। তাই পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৬

ইদমাহ হরিঃ প্রীতো গজেন্দ্রং কুরুসত্তম ।

শৃণ্বতাং সর্বভূতানাং সর্বভূতময়ো বিভুঃ ॥ ১৬ ॥

ইদম্—এই; আহ—বলেছিলেন; হরিঃ—ভগবান শ্রীহরি; প্রীতঃ—প্রসন্ন হয়ে; গজেন্দ্রম্—গজেন্দ্রকে; কুরু-সত্তম—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; শৃণ্বতাম্—শ্রবণ করে; সর্ব-ভূতানাম্—সকলের উপস্থিতিতে; সর্ব-ভূত-ময়ঃ—সর্বব্যাপী ভগবান; বিভুঃ—মহান।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, সকলের পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে প্রসন্ন হয়ে, সকলের সমক্ষে গজেন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন।

শ্লোক ১৭-২৪

শ্রীভগবানুবাচ

যে মাং ত্বাং চ সরশ্চেদং গিরিকন্দরকাননম্ ।

বেত্রকীচকবেণুনাং গুল্মানি সুরপাদপান্ ॥ ১৭ ॥

শৃঙ্গাণীমানি ধিম্ভ্যাণি ব্রহ্মণো মে শিবস্য চ ।

ক্ষীরোদং মে প্রিয়ং ধাম শ্বেতদ্বীপং চ ভাস্বরম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবৎসং কৌস্তভং মালাং গদাং কৌমোদকীং মম ।

সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং সুপর্ণং পতগেশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥

শেষং চ মৎকলাং সৃক্ষ্মাং শ্রিয়ং দেবীং মদাশ্রয়াম্ ।

ব্রহ্মাণং নারদমৃষিং ভবং প্রহ্লাদমেব চ ॥ ২০ ॥

মৎস্যকূর্মবরাহাদৈরবতারৈঃ কৃতানি মে ।

কর্মাণ্যনন্তপুণ্যানি সূর্যং সোমং হতাশনম্ ॥ ২১ ॥

প্রণবং সত্যমব্যক্তং গোবিপ্রান্ ধর্মমব্যয়ম্ ।

দাক্ষায়ণীধর্মপত্নীঃ সোমকশ্যপয়োরপি ॥ ২২ ॥

গঙ্গাং সরস্বতীং নন্দাং কালিন্দীং সিতবারণম্ ।

ধ্রুবং ব্রহ্মঋষীন্ সপ্ত পুণ্যশ্লোকাংশ্চ মানবান্ ॥ ২৩ ॥

উখায়াপররাত্রান্তে প্রযতাঃ সুসমাহিতাঃ ।

স্মরন্তি মম রূপাণি মুচ্যন্তে তেহংহসোহখিলাৎ ॥ ২৪ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; যে—যারা; মাম্—আমাকে; ত্বাম্—তোমাকে; চ—ও; সরঃ—সরোবর; চ—ও; ইদম্—এই; গিরি—পর্বত (ত্রিকূট পর্বত); কন্দর—গুহা; কাননম্—উদ্যান; বেত্র—বেত; কীচক—ফাঁপা বাঁশ; বেণুনাং—এবং অন্য প্রকার বাঁশ; গুল্মানি—গুল্ম; সুর-পাদপান্—দেবদারু বৃক্ষ; শৃঙ্গানি—শৃঙ্গ; ইমানি—এই সমস্ত; ধিষ্ণ্যানি—আবাস; ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মার; মে—আমার; শিবস্য—শিবের; চ—ও; ক্ষীর-উদম্—ক্ষীর সমুদ্র; মে—আমার; প্রিয়ম্—অত্যন্ত প্রিয়; ধাম—স্থান; শ্বেত-দ্বীপম্—শ্বেতদ্বীপ নামক; চ—ও; ভাস্বরম্—চিন্ময় কিরণের দ্বারা সর্বদা উজ্জ্বল; শ্রীবৎসম্—শ্রীবৎস চিহ্ন; কৌস্তভম্—কৌস্তভ মণি; মালাম্—মালা; গদাম্—গদা; কৌমোদকীম্—কৌমোদকী নামক; মম—আমার; সুদর্শনম্—সুদর্শন চক্র; পাঞ্চজন্যম্—পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ; সুপর্ণম্—গরুড়; পতঙ্গ-ঈশ্বরম্—সমস্ত পক্ষীদের রাজা; শেষম্—শেষনাগরূপ আমার শয্যা; চ—এবং; মৎ-কলাম্—আমার অংশ; সূক্ষ্মাম্—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; প্রিয়ম্ দেবীম্—লক্ষ্মীদেবী; মৎ-আশ্রয়াম্—সকলেই আমার উপর আশ্রিত; ব্রহ্মাণম্—ব্রহ্মা; নারদম্ ঋষিম্—দেবর্ষি নারদ; ভবম্—শিব; প্রহ্লাদম্ এব চ—এবং প্রহ্লাদ; মৎস্য—মৎস্যাবতার; কূর্ম—কূর্ম অবতার; বরাহ—বরাহ অবতার; আদ্যৈঃ—ইত্যাদি; অবতারৈঃ—বিভিন্ন অবতারের দ্বারা; কৃতানি—কৃত; মে—আমার; কর্মাণি—কার্যকলাপ; অনন্ত—অন্তহীন; পুণ্যানি—শুভ, পবিত্র; সূর্যম্—সূর্যদেব; সোমম্—চন্দ্রদেব; হতাশনম্—অগ্নিদেব; প্রণবম্—ওঁকার মন্ত্র; সত্যম্—পরম সত্য; অব্যক্তম্—মায়া; গো-বিপ্রান্—গাভী এবং ব্রাহ্মণ; ধর্মম্—ভগবদ্ভক্তি; অব্যয়ম্—অব্যয়; দাক্ষায়ণীঃ—দক্ষ-কন্যাগণ; ধর্ম-পত্নীঃ—ধর্মপত্নী; সোম—চন্দ্রদেব; কশ্যপয়োঃ—এবং কশ্যপ ঋষির; অপি—ও; গঙ্গাম্—গঙ্গা; সরস্বতীম্—সরস্বতী নদী; নন্দাম্—নন্দা নদী; কালিন্দীম্—যমুনা নদী; সিত-বারণম্—ঐরাবত; ধ্রুবম্—ধ্রুব মহারাজ; ব্রহ্ম-ঋষীন্—মহর্ষিগণ; সপ্ত—সপ্ত; পুণ্য-শ্লোকান্—অত্যন্ত পবিত্র; চ—এবং; মানবান্—মানুষদের; উখায়—উঠে; অপর-রাত্র-অন্তে—রাত্রের শেষে; প্রযতাঃ—অত্যন্ত সাবধান হয়ে; সু-সমাহিতাঃ—একাগ্র চিত্তে; স্মরন্তি—স্মরণ করে; মম—আমার; রূপাণি—রূপসমূহ; মুচ্যন্তে—মুক্ত হয়; তে—তারা; অংহসঃ—পাপ থেকে; অখিলাৎ—সর্বপ্রকার।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যারা রাত্রির শেষে, খুব সকালে শয্যাভ্যাগ করে সংযত ও একাগ্রচিত্ত হয়ে আমার এবং তোমার রূপ, এই সরোবর, এই পর্বত, গুহা, কানন, বেত্র, কীচক এবং বেণুগুণ্ড, দেবদারু বৃক্ষ, ত্রিকূট পর্বতের স্বর্ণ, রৌপ্য এবং লৌহনির্মিত শৃঙ্গ যেগুলি আমার, ব্রহ্মার এবং শিবের আবাসস্থল, আমার প্রিয় ধাম ক্ষীর সমুদ্র, চিন্ময় কিরণে সর্বদা উদ্ভাসিত শ্বেতদ্বীপ, আমার শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তভ মণি, বৈজয়ন্তী মালা, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র, ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, আমার বাহন পক্ষীরাজ গরুড়, আমার শয্যা শেষনাগ, আমার শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, নারদ মুনি, শিব, প্রহ্লাদ, এবং মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি আমার অবতার, আমার সর্ব-মঙ্গলময় অনন্ত লীলা যা শ্রবণকারীকে পবিত্রতা প্রদান করে, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, ওঁকার মন্ত্র, পরম সত্য, মায়া, গো, ব্রাহ্মণ, ভক্তি, সোম ও কশ্যপের ধর্মপত্নী দক্ষকন্যাগণ, গঙ্গা, সরস্বতী, নন্দা ও যমুনা (কালিন্দী) নদী, ঐরাবত, ধ্রুব মহারাজ, সপ্তর্ষি এবং পুণ্যবান মানবগণকে স্মরণ করে, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ২৫

যে মাং স্তবন্ত্যনেনাঙ্গ প্রতিবুধ্য নিশাত্যয়ে ।

তেষাং প্রাণাত্যয়ে চাহং দদামি বিপুলাং গতিম্ ॥ ২৫ ॥

যে—যারা; মাম্—আমাকে; স্তবন্তি—স্তব করে; অনেন—এইভাবে; অঙ্গ—হে রাজন; প্রতিবুধ্য—জেগে উঠে; নিশ-অত্যয়ে—নিশান্তে; তেষাম্—তাদের জন্য; প্রাণ-অত্যয়ে—মৃত্যুর সময়; চ—ও; অহম্—আমি; দদামি—প্রদান করি; বিপুলাম্—নিত্য, অনন্ত; গতিম্—চিৎ-জগতে স্থানান্তর।

অনুবাদ

হে প্রিয় ভক্ত, যারা নিশান্তে শয্যাভ্যাগ করে তোমার দ্বারা অর্পিত এই স্তোত্রের মাধ্যমে আমাকে স্তব করে, আমি তাদের জীবনান্তে আমার চিন্ময় ধামে তাদের নিত্য স্থিতি প্রদান করি।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাदिश्या हृषीकेशः प्राध्माय जलजोत्तमम् ।

हर्षयन्निबुधानীकमारुरोह खगाधिपम् ॥ २६ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; আदिश्या—উপদেশ দিয়ে; हृषीकेशः—ভগবান শ্রীহৃষীকেশ; प्राध्माय—বাজিয়ে; जल-ज-उत्तमम्—শঙ্খ, জলচরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; हर्षयन्—আনন্দ প্রদান করে; निबुध-अनीकम्—ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের; आरुरोह—আরোহণ করে; खग-अधिपम्—গরুড়ের পৃষ্ঠে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এই উপদেশ প্রদান করে ভগবান হৃষীকেশ তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের আনন্দিত করে গরুড়ের উপর আরোহণ করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ‘গজেন্দ্রের বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন’ নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।